নি শি কা ব্য

নির্মলেন্দু গুণ

ঃ উৎসর্গ ঃ

আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী,
জগন্মাতা তোমাকে প্রণাম।

অ প্রিয়তমা,
আদ্যবর্ণ বাঙলাভাষার।
তার জন্য এই কাব্য
আমি লিখিলাম।

‘সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহর,
যিনি পুরুষের সর্বাধিক উপভোগের
স্থলসমুহ নারী দেহে
এবং নারীর পরম তৃপ্তির কারণসমূহ
পুরুষের অঙ্গে ন্যাস্ত করিয়াছেন।’

ষোড়শ শতকের তিউনিশীয় কবি শেখ নেফাজাবী
কর্তৃক রচিত ‘সুগন্ধি কানন’ কাব্য থেকে।

গোধূলিপর্ব

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে-
[রবীন্দ্রসঙ্গীত : প্রেম : ৩৫৭]

ভালবাসা জমে জমে বুকের গভীরে
তৈরী হয়েছিল এক গোপন কয়লাখনি।
কেউ জানতো না। কেহ্ জানিতো না।
এমন- কি, যার বুকে খনি, সে-ও নয়।

তখনই বসন্তের এক পড়ন্ত বিকেলে,
তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ-দেখা
নিউমার্কেটের কাছে, চাঁদনীচকের ভিড়ে।

সন্ধ্যার সঙ্গে দরকষাকষিতে ব্যস্ত সুর্য
শেষ-অন্তরাগে মেলে ধরেছে তার বৈভব।
সেই কনেদেখা গোধূলিতে আমি দেখলাম
তোমার গোপন-বিস্ময়ভরা দু'টি চোখ।
মুখে বিদায়ীসূর্যের সঙ্গে পাল্লা দেয়া হাসি।

কোনো শব্দ বা বাক্য বিনিময় হলো না।
ইৃষ্টি বিনিময়ও ছিলো সৌজন্য সাজানো।
আমার ছিলো কী- একটা অনুষ্ঠানের তাড়া;
স্মৃতিকে বললাম, তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে

একদিন চলে এসো আমার বাসায়।
ঝড়ের বিজলিকে দেখবো ঘরের ভিতরে।

আমাদের প্রথম দেখা ও বিদায়-পর্বটি
ছিলো অনেকটা এরকম। খুবই সাদামাঠা।
তখন কি জানতাম যে প্রকৃতির সমস্ত রঙ
লুকিয়ে রয়েছে ঐ সাদামাঠার ভিতরে?

কাঁপিয়ে মেদিনী হাসিলো বেদিনী হাস্যে-,
বাজালো বীণ তার কামের অনিবার লাস্যে।
আমি তো কোন ছার, দেবতাও হতো জানি
আমারই মতো কাবু কামুকী রমণীর ভাষ্যে।

কাজে লাগবে না, প্রয়োজনহীন ভেবে
নামটাও জানা হয়নি যার; সেই নাম,
সেই নাম এখন আমার বুকের গভীরে,
আমার ভালবাসার কয়লাখনিতে
উজ্জ্বল হীরকখন্ডের মতো জ্বলছে।
চন্দনকাঠের মতো আমি পুড়ছি
তার কামাগ্নিতে-,
তৃণখন্ডের মতো নবীন জলস্রোতে
আমি ভেসে চলেছি তার ভালবাসায়।

আমার পূর্ব-প্রেমের প্রতিটি স্মৃতিকেই
সে ফুঁৎকারে উড়িয়ে গিয়েছে আকাশে।

এই কি আমার প্রথম প্রেম তবে?

(১)
সরিয়ে নিও না, সরিয়ে নিও না প্রিয়,
সরিয়ে নিও না হাত।
এখনও ফুটেনি ফুল, হয়নি প্রভাত।

যে প্রেম ছড়িয়ে জীবন ভরিয়ে এসেছো,
তুমি যে- ভালো আমারে বেসেছো,
তার প্রতিদান না নিয়েই প্রিয়
চলে যেও না, না ফুরাতে এ- নিশিরাত।

এখনও তো গাওয়া হয় নাই সঞ্চারী,
মুখ শেষে সবে এসেছি অন্তরায়।
এখনই যাবে কি ছাড়ি?
যেও না, না- না, যেও না হে প্রাণনাথ।

হয়তো যাতনা হয়েছে দুঃসহ,
তবু পাশে রহ, তবু তুমি রহ, রহ
এই বিজন- আঁধারে আমার সাথ।

(২)
দূর-আকাশের ছোট্ট তারার মতো একবারই দেখেছি তোমাকে।
শুধু একবার, একবারই আমার দু'চোখে পড়েছে তোমার আলো।
সেই ক্ষণিকের আলো তবু লেগেছিলো বটে ভালো, বড় ভালো।

(৩)
তুমি এসো আমার স্বপ্ন- আলিঙ্গনে,
বসন্তের মতো মুগ্ধ কোকিল- কুজনে।

(৪)
এই নাও, মুখ তোলো,
ঠোঁট খোলো তৃষিত চাতক।
জগতের সর্বকর্ম ছাড়ি,
প্রাণ ভরে পান করো
আমার চুম্বন সুধাবারি।

(৫)
নিঃশব্দ চুম্বনে বুঝি রুচি নেই?
বুঝি মেটে না প্রাণের তিষা?
তবে তাই হোক। এসো, পরী;
নৈশ-নির্জনতা ধুলোয় মিশিয়ে,
আমরা দু'জনে এই মধুরাতে
পরস্পরকে গাঢ় চুম্বনে ধরি।

আমাদের সশব্দ চুম্বনে আজ
লেখা হবে পাখিদের নিশিকাব্য।

(৬)
চক্ষুস্মান বলে দিন রাত্রির দেখা পায়।
জন্মান্ধ রাত্রির চোখ বলে কিছু নেই,
তার শুধু আছে অন্ধকার
তাই রাত্রি দিনের দেখা পায় না।

আমরা দু'জন দুই ভুবনের যাত্রী।
তুমি আলোকিত দিন,
আর আমি তমসাবৃত রাত্রি।
আমাকে দেখেছো তুমি বহুদিন,
এহুভাবে, বহুরুপে, বহুবার।
আমি তোমারে কখনও দেখি নাই।

(৭)

এখন ঘুমাও তুমি, হে আমার ক্লান্ত প্রিয় দাসী।
আনন্দে ঘুমিয়ে পড়া মিথুনক্লান্ত নিশিপাখিদের
আমি বড় ভালোবাসি,-আমি খুব ভালোবাসি।

(৮)

হে নিশিজাগা-পাখি, আমাকে জাগিয়ে দিয়ে,
বশিষ্ঠের আলিঙ্গনে ঘুমিয়ে পড়িলে নাকি?
ঘুমাও, ঘুমাও সুদর্শনা; আমি জেগে থাকি।

(৯)

আমি যেদিন আরও কম শব্দে, কম চিত্রকল্পে তোমাকে
পূর্ণ সুখ দিতে পারবো, সেদিনই কবি মানবো নিজেকে;
বুঝবো, শব্দ-ব্রহ্মের সাধনায় আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

(১০)

কাম যে এক শাস্ত্র, শিল্পের নাম- একথা যে জানে,
আমি তো ছিলাম প্রিয় এতদিন তাহারই সন্ধানে।

(১১)

আমি তো বাৎস্যায়নে, আমাকে পড়ো।
আমাকে জড়িয়ে ধরো বুকে,
উন্মীলিত স্তনগুচ্ছ, উরুর উষ্ণানে,
স্বর্গসুখে সমুদ্রসঙ্গমে যাও ভেসে।
তারপর টেনে নাও দুটি পাতা আর
একটি কুড়ির গভীর-গোপন দেশে।

(১২)
আমি নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াই ঘরে,
কে জানে তার কখন ডাক পড়ে?

(১৩)
কেন এতো চুপ করে আছো, জান?
পতেঙ্গা-সমুদ্র তীরে এসে
কে না চায় ফেনা হয়ে যেতে ভেসে!
এসো যাই, সমুদ্র প্রস্তুত সাম্পান।

(১৪)
অন্ধকারে চিরঅনাবৃতা বেশে তুমি বসে আছো
তোমার শষ্যায়,আর দুরন্ত শিশুর মতো আমি
খেলা করছি তোমার দুগ্ধস্ফীত স্তনভান্ড নিয়ে।
তোমার বন্ধনমুক্ত স্তনের উল্লাসে কাঁপে রাত্রি।

(১৫)
ক্ষণদর্শনেই আমি তোমাকে চিনেছি।
তুমি কামসায়রের সৎস্যিনী।
তাই দিনে তোমার কাম নামে না,
আর রাতের বেলায় কাম থামে না।

(১৬)
আমি ঝুম-চাষীদের মতো
তোমার জমিতে করেছি চুম্বন চাষ।
সযত্ন কর্ষণে যদি উৎপাদন বাড়ে,
ভুলিয়া যেওনা তোমার মানুষটারে।
মধু-চুম্বনে যখন ভুরিবে গোলা,
তুমি শুয়ে-বসে খেয়ো বারোমাস।

(১৭)
মনে পড়ছে না আবার? আমার মন থেকে
তুমি কি কখনও তোমাকে পড়তে দিয়েছো?

(১৮)
রাত যত বাড়ে,
রক্তে-মাংসে, ত্বকের লাবণ্যে, হাড়ে
আমি টের পাই তোমার আহবান।
মন বলে চাই, আরও চাই,
পেতে চাই কামতপ্ত মুঠোর ভিতরে।
লেহনে-মর্দনে, সঙ্গমে-শয্যায়
আমি শুনি শুধু ঘুম পাড়ানিয়া গান।

(১৯)
আমি তো তোমার পেছনে লাগিনি।
তুমিই আমার পেছনে লেগেছো-
লাল শাড়ি মধ্যরাতের বাঘিনী।

(২০)
কাল রাতে আমাকে ঘুমাতে দাওনি তুমি।
সেইনির্ঘুম রাত্রির সুখস্মৃতি চোখে নিয়ে
আমি আজ সারাদিন ঘুমে নিদ্রা যাবো।

(২১)
রাতের শুরুতেই পাগলকে যদি জলের দোলা দাও,
তবে রাতভর কামের তান্ডব সে সইবে কেমন করে?

(২২)
আমি তো কিচ্ছু চাই না, চাই শুধু দেহপট।
চাই তোমার ঐদেহপট নিয়ে খেলিতে।
তুমি কি সেজেছো আজও সুগন্ধি বেলিতে?

(২৩)
নখরা করতে জানো না, তো কিসের রমণী তুমি?

(২৪)
শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব, দূরদর্শনে দেখছি।
তুমি সমুদ্রকে দেহদান করে
পূর্ণ গর্ভ নিয়ে ফিরে যাচেছা পতৃগৃহে।
কী রক্তকাঁপানো দৃশ্য, মাগো, আর পারছি না।
তুমি কি প্রস্তুত, বীজতলা?

(২৫)
আছে সত্যের পূর্ণ স্বরুপ
চূর্ণিত পরমাণুতে,
আছে দেহাতীত অজানা অরুপ
তোমারি বদ্ধ তনুতে।

(২৬)
এসো তবে প্রিয়া,
প্রসারিত বাহুডোরে নিজেকে সঁপিয়া
বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে রাখি।
তারপর স্থূল-সুখে তোমার নগ্নতাকে
আমার নগ্নতা দিয়ে ঢাকি।

(২৭)
ঔষ্ঠ আর অধরের ফাঁকে
স্বাগত জানাও সখি
আমার এ-তৃষিত জিহবাকে,
শিশুমুখে মাতৃস্তন্য যথা।
আমি তোমার ভিতরে
প্রবেশ করিয়া বাঁচি

(২৮)
আমি আছি তোমার সিক্তদেহ সাজানো শয্যায়,
বড় হয়ে গেছি বলে ছোট হয়ে আছি লজ্জায়।

(২৯)
চোখের সাদার মতো আমি তোমার কালোকে আছি ঘিরে,
তাই তো তুমি দেখতে পাও না তোমার আপন মানুষটিরে।
আমার সাগর, আমার সমুদ্র, আমার সুনামি তুমি।
আমি তোমার আশায় বাঁধিয়াছি ঘর তোমার সাগর তীরে।

(৩০)
তুমি যা দিচ্ছো, তার বিনিময়ে আমি শুধু
কিছু তুচ্ছ কবিতা দিচ্ছি,
আমারই তাতে মন ভরে না।
তোমার ভরবে কী ক'রে?
অক্ষম জেনেও তুমি ঢালিয়াছো জল
সখি অপুস্পকের শিকড়ে।
আমি তৃষিতের মতো তোমার সে-দান
অঞ্জলি ভ'রে নিচ্ছি।

(৩১)
তোমার অনাবৃত, অনাদৃত, অনাঘ্রাত ফল
চাইছে আমার মাটিছানা শিল্পিত হাতের আদর;
আর রুদ্র কালবৈশাখীর মতো চুম্বনের ঝড়।

(৩২)
কী পরেছো এই অসহ উষ্ণ-রাতে?
কিচ্ছু পরো নি? একেবারে কিছু না?
তাই এতো আনন্দ-উত্তাল ধরাতল,
বৃক্ষ শাখায় দুলিতেছে বুনোফল।

(৩৩)

খর বৈশাখ। নিরস দুপুর।
শ্রান্ত কুকুর হাঁপায় উঠানে বসে।
এই তো সময়, খুব ভালো হয়,
যদি খেতে দাও তরমুজ।

(৩৪)

যা পেতে খুব ইচ্ছে করে, আমি তাকেই বলি সুন্দর।
প্রত্যেকটি প্রাণেরই এক-একটা স্বতন্ত্র চেহারা থাকে।
সুন্দরের কোনো নির্দিষ্ট চেহারা নেই, সে আপেক্ষিক।
সে শুধু বাইরের খোলস নয়, ভিতর ও বাইরের ঐশ্বর্য
মিলেমিশে সুন্দরের একটা দীর্ঘস্থায়ী চেহারা দাঁড়ায়।
আমি যে পৌত্তলিক, তাই পূজা করবার জন্য আমার
কোনো-একটা সুনির্দিষ্ট চেহারার দরকার হয়ে পড়ে।
নিরাকার ব্রহ্মের ভিতরে আমি তল খুঁজিয়া পাই নে।
তুমি কেমন, জানতে পেলেই আমার কল্পনার স্বস্তি।
আমার কামের অগ্নি যে-কাঠামোর মধ্যে মুক্তি পায়,
আমার অস্তিত্বের উপলব্ধি যেখানে আনন্দে বাঙ্ময় হয়
তার ভিতরেই আমি খুঁজে পাই আমার ভালোবাসা।
আমি তাকেই আমার সুন্দর, প্রেম,-প্রিয়তমা।

(৩৫)

নিশিসঙ্গমে সুখী হতে চাও যদি, দেহের জড়তা ভোলো,
প্রসন্ন পদ্মের পাতা ধীরে ধীরে আকাশের দিকে তোলে।
ঝিলের জলে কাঁপুক পাতা নিশিরাতের শিশির সম্পাতে।

(৩৬)

যখন তুমি বলবে-'ছাড়ো',
জড়িয়ে আমি ধরবো আরও।
তুমি বলবে, দেখবে লোকে।
আমি তোমার স্পর্শসুখে
বলবো, দেখে দেখুক।
আমি তোমার যা পেয়েছি,
তাতেই আমার সুখ।

(৩৭)

আমার ধর্মই হলো প্রিয়-নারী সেবা।
এ-কথা জানে না কেবা?
নির্ভয়ে তুমি শুয়ে পড়ো শয্যায়।
চাইলে দু'চোখ ঢাকতেও পারো লজ্জায়।

ক্লান্ত চরণে বুলাতে-বুলাতে হাত
যদি সে অকস্মাৎ
অগ্নিগিরির শিখর স্পর্শ করে,
তুমি আমলে নিও না।

মাফ করে দিও সেবার মাশুল ভেবে।
এতো অল্পেতে তৃপ্ত যদি না প্রাণ,
কৃতদাস হ'য়ে তোমার সেবায়
এ-দেহ করিব দান।

(৩৮)

কাঁপছো তুমি অভ্যন্তরে?
চাচ্ছো কী, তা জানি।
বন্দি করে লাভ কী সুধা,
অঙ্গে যদি এতোই ক্ষুধা,
দিই অগ্নিতে ঘি ঢেলে।
তবু তোমার কাঁপন থামুক,
আমি না হয় ঝরে যাবো,
তুমি তো সুখ পেলে।

(৩৯)

যেমন খুশি ভ্রমণ করুন
আমার দেহের যে কোনো অঞ্চলে।
এই কথা বলে, বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে
পদ্মপুস্পঘ্রাণে, কামার্ত শূর্পণখা
পলকে মিলিয়ে গেলো ঘূর্ণি-হাওয়া।

(৪০)

আজ যুগল চাঁদের ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসবে
আমার আনন্দসন্ধানী দু'টি মেঘকালো হাত।
আজ আমার স্তর্নদর্শন হবে। আমি আজ রাতভর
ফুটাবো তোমার অনাঘ্রাতে পূজার ফুল দু'টি।

(৪১)

ভাটার জন্য জোয়ার?
নাকি জোয়ারের জন্য ভাটা?
কাটার জন্য মোহ?
নাকি মোহর জন্যই কাটা?

(৪২)

আমার জন্য রাত্রি জাগো তুমি,
ভাবতেই বুক আনন্দে যায় ভরে।
যখন আমার তুচ্ছ কথার মালা
গণ্য করো দুর্লভ ধন বলে,
চিত্ত আমার সৃষ্টি নেশায় মেতে
চায় ছুটে তোমার কাছে যেতে।
তোমার ডাকের শঙ্খনাদে
কামের বীণা বাজে। বুঝি,
তোমার শক্তি আছে ডাকে।
তোমার কণ্ঠ শোনার লোভ
তাই কর্ণে জেগে থাকে।
বুঝি তোমার মাঝে আমার প্রেম আছে,
পুরনো প্রেম ভুলেই কবি নতুন প্রেমে বাঁচে।

(৪৩)

আমার মুখ চেপে ধরো,
তোমার ওই ঝরনাতলায়।
আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবে না,
আমি তো ডুবুরি ছিলাম।

(৪৪)

সমুদ্র এমন আহামরি সুন্দর কিছু নয়।
সমুদ্র হচ্ছে বিশালবিপুল জলরাশি দিয়ে
সাজানো একটা চোখ-ধাঁধানো ছবি।
চূড়ান্ত সুন্দরের উৎস হচ্ছে নারী।

(৪৫)

পুরুষ হচ্ছে নারীর নকল।
নারী নিরাকার ব্রহ্মের প্রচ্ছায়া।

(৪৬)
আমি আজ অবমুক্ত করবো তোমাকে।
এর চেয়ে বড় সম্মান
আর কী প্রত্যাশা করো, নারী?
তোমার তুষ্টির জন্য এই মধ্যরাতেও
ভূমধ্যসাগরে আমি ডুব দিতে পারি।

(৪৭)
ফুলে বসা ভ্রমরের মতো
চুপ করে থাকো মেয়ে।

(৪৮)
সমুদ্র সঙ্গমক্লান্ত নিশিনিদ্রা শেষে,
ওঠো কন্যা, সুপুন্যিমা হেসে।

(৪৯)
বাঁশি আমার বাজিয়েছিলাম দিনের বেলায়।
রাতের বেলায় তোমার প্রাণে
পৌঁছালো তার সুর-,
আমি তোমার বুকেই ফিরিয়ে দিলাম
তোমার সমুদ্দুর।

(৫০)
ভেসে যাও শ্বেতশুভ্রসমুদ্রফেনায়,
সাগর সঙ্গমে তুমি গর্ভবতী হও।

(৫১)

আমি কি ঘূর্ণিঝড়ে যে তোমাকে উড়িয়ে নেবো।
উড়ে এসে বসবে কোথায়?- শোবে কোথায়?
দেখবে আমার চারপাশে ফুটে আছে নারী- ফুল।
যদি ধুলায় শুয়ে বসে অনেকের সঙ্গে মিশে
আমার প্রসাদ নিতে পারো, তবেই আমায় পাবে।

(৫২)

তোমার মেসেজ এলে আমি তোমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি,
ত্রাণ-সামগ্রীর ওপর যেমন সুনামিবিধ্বস্ত বা বন্যাদুর্গত মানুষ।
কিন্তু তোমার দেহশৈলী আমার সম্পূর্ণ অজানা অচেনা বলে
আমার আবেগ কখনও তোমার দেহের আশ্রয় খুঁজে পায় না।

(৫৩)

তুমিও আমার কম নেশা নও, মেয়ে।
বুঝি না, কী যেন বোঝারও অধিক
আমি পেয়েছি তোমাকে পেয়ে।

(৫৪)

এই যে নাও ছোঁও আমাকে,
সমুদ্দুরের ঢেউয়ের মতো
জাপটে ধরো বুকে।
ভাসিয়ে নাও জলোচ্ছাসে,
ডুবিয়ে দাও দুখে।

(৫৫)

অগ্নিতে তুমি ঘৃতাহুতি দাও,
মর্ত্যে ছড়াও স্বর্গফুলের ঘ্রাণ।
তোমার চুম্বনে মৃত শব্দের
শরীরেও জাগে প্রাণ।

(৫৬)
আমি তোমার মাথার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছি,
বুকে জাপটে ধরছি তোমার একটু দেখা মুখ।
চুমুর উলকি এঁকে দিচ্ছি তোমার কপালে,
তুমি এখন ঘুম্মাও সোনা। শান্ত হোক পৃথিবী।

(৫৭)
কী করতে আমাকে বাগে পেলে, প্রিয়ে?
বাঘিনীর মতো বাইসনের মুন্ডু ছিঁড়ে খেতে?
তার আভাসই ছিলো বটে তোমার হাসিতে।
নিশ্চিত বেঁচে গেছি আছি রণে ভঙ্গ দিয়ে।

(৫৮)
যা খেতে ইচ্ছে করে তাই খাদ্য।
ওষুধ খাদ্য নয়, পথ্য।
কিন্তু পুষ্টিহুণহীন চুম্বনও খাদ্য।

(৫৯)
কাব্যকথায় কাজ হবে না,
এসব হলো চালাকি।
তুমি তো জানোই প্রিয়তমা-
আমাব্র প্রিয়-পালা কী।

(৬০)
যখন আমার লেখা রাতের কবিতাগুলি
আমি দিনের আলোয় পড়ছিলাম,
তখনও আমার মন ফিরে ফিরে
তোমার দেহকেই প্রদক্ষিণ করছিল।

(৬১)

শুধু তুমি, শুধু আমি-; আর কেহ নাই ঘরে।
আমার দু'জন যেন একজনই কাঁপছি কামজ্বরে।
মন্থনে যে সুধা উঠছে তোমার সাগর থেকে,
তাকে আমি অঙ্গে মেখে বলছি, সোনা যাও,
প্রবেশ করে স্বর্ণ লুটে নাও।
তুমি যখন তোমার বন্ধ দুয়ার দেবে খুলে-;
বসবো আমি ভ্রমর হয়ে তোমার দেহ-ফুলে।

(৬২)

তোমায় নিয়ে কী কাব্য লেখি,
উত্তেজনায় জানাতে গেছি ভুলে।
ভ্রমন হয়ে বসে পদ্মফুলে
আমি তোমার স্তনের খেলা দেখি।

(৬৩)

আমাদের মতো দ্রুত প্রেমে পড়েনি কেউ আগে।
তবু এই প্রেম সত্যের মতো সন্দেহাতীত লাগে।
বর্ষার জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
সে তার টিকে থাকার শক্তি প্রদর্শন করে চলেছে।
মনে হয় এবার বেশ ভালোই ফলন হবে।

(৬৪)

আনন্দে আবেগে সে কাঁপছে।
সুন্দরবনের গভীর অরণ্যপথে তাকে ডাকো।
আহ! কী তীব্র বিদ্যুত শিহরন।
তোমার অরণ্যে আজ নিশ্চিত আমার মরণ।

(৬৫)

জানি, চন্দ্রের আলিঙ্গনে সমুদ্রের জলের মতন
আমার হাতের ছোঁয়ায় ফুঁসে উঠবে তার স্তন।

(৬৬)

টাকা নাই? জমি বেঁচো।
জমি নাই তো সাগর সেচো।
সাগর নাই? নদী আছে ?
নদীও নাই? পুকুর আছে?
পুকুরও নাই? বেচো দুধ।
বেচো ভাঙা চালে খুদ।
না থাকলে আমায় বলো,
প্রতি টাকায় এক চুমু সুদ।

(৬৭)

তবে তাই হবে প্রিয়তমা,
তুমি রবে রজস্বলা হৃদয়ে আমার।

(৬৮)

কাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছো, জানো?
তোমার তূণে কী বাণ আছে হানো।

(৬৯)

তোমার তুমির সঙ্গে যখন আমার আমির ভাব,
তখন তরবারি তো খুঁজবেই তোমার কিংখাব।
মধুর লোঐে স্তন পাহাড়ে যাবো যখন ছুটে,
হাত পাতলে চাঁদ তুলে দিও শূণ্য করপুটে।

(৭০)

আমার বুকের খুব অভ্যন্তরে, খুব বড় রকমের,
একটা আকাশপ্রমাণ শূণ্যতা রয়েছে।
প্রবলবিপুল জলে সর্বদা আবৃত থাকে বলে
জলের তলায় লুকানো সমুদ্রের সভীর গহবরটি
আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা তাকে
সুন্দর বা বিশালের প্রতীক বলে ভাবি।
বিষাদের প্রতীক বলে ভাবি না।
আমার হয়েছে সেই সমুদ্রদশা।
আমিও আমার ক্ষতগহবরগুলিকে যতটা পারি
মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছি।
আমি শতশত শিকড়ে শিকলে পেঁচানো মানুস।
আপাতদৃষ্টিতে যাদের খুব সহজসরল মনে হয়,
ছলনার জালে তারা কঠিনকেও হার মানায়।
ইন্দ্রিয় প্রখর বলে, তারা টের পায় জলঘূর্ণি,
জানে হঠাৎ আকাশ জুড়ে কেন সিন্ধুসারস ওড়ে।
আমার মধ্যে জল ছেড়ে তীরে ওঠার তাড়া দেখে
অক্টোপাশের মতো তারা আমাকে পেঁচিয়ে ধ'রে
বলে, 'তুমি আমাদের ছেড়ে কই যাচ্ছো সোনা?'

(৭১)

জন্ম নিতে দেরী করলে,
প্রেমে পড়তেও দেরী?
আমি ঠিকই বাজিয়েছিলাম
আমার প্রেমের ভেরী।
যখন তোমার কানে
পৌঁছালো তার সুর,
তখন তোমার জোয়ার;
আমার ভাটার সমুদ্দুর।

(৭২)
তুমি কোন রঙ বুকে নিতে ভালবাসো, শুনি?

(৭৩)
পাওয়ার লোভে না আমরা আমাদের প্রেমকে হারাই!
তুমি আমাকে বিনা মূল্যে পেতে দিওনা।
অপরাধবোধমুক্ত প্রেমের আকাশে
তুমি মুক্ত পাখির মতো আমাকে উড়তে দাও।

(৭৪)
আমি ঠাঁই দেবো তোমাকে আমার পায়ে?
আমি তো তোমারি চরণে শরণ নিয়েছি, সুখি!
আমি কবি, তুমি লক্ষী, সরস্বতী, নারী, দেবী;
কবির উপাস্য তুমি, তুমি রবে হৃদয়ে আমার।

(৭৫)
ঐ দেহসিন্ধুর ওপার হতে
কী আনন্দ ভেসে আসে, আহা রে।

(৭৬)
আমার প্রেমাশক্তির তীব্রতায় যদি
তোমার দেহে আমার পুরুষোত্তমকে
গ্রহণ করার বাসনা জেগে থাকে,
তাহলে আমার নির্দেশ মেনে
এখনই উম্মুক্ত করো নাতি।

(৭৭)
তোমার যুগল স্তনের রুপ আমি কীভাবে বর্ণনা করতে পারি,
যখন দেখি যে তোমার একটি স্তনই আকাশের চেয়ে বড়ো।

(৭৮)
মানলাম, মিছিলে হেঁটে পদযুগল লাবণ্য হারিয়েছে।
কিন্তু ঐ পদযুগল মিলেছে যে মোহনায়,
তার রুপতো নিস্প্রভ হয়নি?
চর্বির পলি জমে-জমে সেখানে নিশ্চয় তৈরি হয়েছে
এক কৃষকপাগল করা ভূমি।

(৭৯)
পাগলী আমার জল-সঙ্গমে ঝর্নাতলায় নগ্ন,
দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ তার উচ্ছল জলকেলিতে।
আমি পালিত ভ্রমর তার রুপমধু পানে মগ্ন।
তোমার সঙ্গে আমিও তো চাই, প্রিয়তমা,
জলের মতোন জলতরঙ্গে খেলিতে।

(৮০)
বুক বেঁধেছো কী রঙ দিয়ে?
গোলাপি ছিলো কাল,
আর আজ বেঁধেছি লাল।

(৮১)
তোমাকে যখন আনন্দ দেই তখনই আমার পুণ্য,
যখন তোমায় কষ্ট দেই, যখন তুমি দুঃখ পাও;
তখনই আমার পাপ। ভুল বোঝ না মেয়ে!
আমার নিত্য প্রার্থনা তাই,
তোমার মনে হুল না ফোটাই ফুল ফোটাতে চেয়ে।
তোমার প্রেমের মূল্য যেন বুঝি,
তোমার ভালোর মাঝেই যেন আমার ভালো খুঁজি।

(৮২)

দিনে তো করো না স্নান, স্নান কর জানি রাতে।
দুপুরের খাওয়া খাচ্ছো এতোক্ষণে?
লক্ষ্য রাখিও কাঁকর না থাকে ভাতে।
কীভাবে খাচ্ছো? চামচ দিয়ে, না হাতে?
দাঁড়াও, লেবুর টুকরোটা চিপে দিচ্ছি ডালে।
আর দুটো ভাত নাওতো শূর্পণখা,
খেয়েছো তো সেই কখন সকালে।

(৮৩)

আমি চাই সকল জড়তা ভঙ্গ করে,
তুমি শূর্পণখার মতো জেগে ওঠো।
আর তোমার মহাজাগরণের রুদ্ররুপ
আমি আমার প্রাণ ভরে দেখি।

(৮৪)

স্তনে মনে এতো সুধা,
এতো প্রেম, এতো কাম,
এতা ক্ষুধা চোখের তারায়?
পাথরেও ফোটে ফুল,
মূকও মুখর হয়
নামে ঢল মরু সাহারায়।

(৮৫)

আমার কামোদ্দীপ্ত নাসিকার নির্গত নিশ্বাসের শব্দ
এখন প্রদক্ষিণ করে চলেছে তোমার দেহকে।
এখন টের পাচ্ছো আমার অস্তিত্ব? তাই তো?
ভালোবাসি যে তা এখন খুব বিশ্বাস হচ্ছে, না?

(৮৬)

এবার লালকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে,
আমার ভালোবাসায়, আমার আদরে-চুম্বনে
তুমি ঘুমাও আমার নির্জন ঘুমবনে।

(৮৭)

আমি তোমার নতুন নাম রেখেছি-সোনা।
তবে তুমি যে-নামটি রেখেছি বলে ভাবলে,
আমি তাও ভেবেছিলাম, কিন্তু রাখিনি,
গণিকা নামটা খুব ক্ষণিকার মতো লাগে।
ক্ষমা চাও, বলো অন্ধকারে তোমার নগ্নদেহ
নক্ষত্রপুঞ্জের মতো দৃশ্যমান হয় কিনা।

(৮৮)

যেমন বাঘিনী সে, তেমন রাগিনী তার।
রসে টসটসে বেদেনী,
বহিতে পারে না সুপক্ক ফলভার।
মনে হয় তুকতাকও জানে। কলাবতী।
বাড়াতে-কমাতে পারে অঙ্গের আকৃতি।

(৮৯)

অভিমান প্রেমের তীব্রতাসূচক। আমি বুঝি।
বাট আমরা দু'জন একটি জটিল প্রেমে জড়িয়ে পড়েছি,
যেখানে তোমার অভিমানের সামনে আমাকে খুব
বুদ্ধিমানের মতো কাজ করতে হয়।
আমি জানি বুদ্ধি হচ্ছে বড়র মাশুল।
তোমার প্রেম থেকে বঞ্চিত হলে আমারই সর্বনাশ।
যদি হারাই, আর কি আমি এখন প্রেম পাবো?

(৯০)
নিজের শরীর দেখে মুগ্ধ হওনা তুমি?
ভালো করে দেখোই না তো, মুগ্ধ হবে কেন?
খুলে ফেলে দাও যা কিছু আড়াল করে রাখে
তোমার অপূর্ব দেহপুস্পটিকে।

(৯১)
যাদের ফ্রিজ নেই, তাদের ফ্রিজ হচ্ছে আকাৃশ।
ওখানে জল জমে জমে বরফের শিলা তৈরি হয়।
আমি তো শিলা নই, শালগ্রাম।
একে ভেঙে ফেলো।

(৯২)
তোমার একটি চুমুর বদলে
আমি দেবো সহস্র চুম্বন
তোমার নিদ্রিত নাভীমূলে।

(৯৩)
আমার একটা সুলভ সংস্করণ আছে, যা খুব সহজলভ্য।
একটু লেগে থাকলেই তাকে উপভোগ করা যায়,
শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়।
তুমি আমার মন তো পেয়েছোই।
বাকি আছে দেহখানি। নিশ্চিত জানি, তাও পাবে।
তবে আর দূরের মানুষ বলে দূরে ঠেলে কেন?

(৯৪)

তুচ্ছ প্রাণ, চুমুর অধিক কাম-গান শুনিতে চাহ যদি,
আমার আপত্তি নেই শোনাতে।
আমি তো কৃষক, কৃষিকাজে আনন্দ আমর।
এসো,আমার জমিন হও তবে।
শস্যের জন্মভূমি খোলা।
প্রসন্ন পদ্মের পাতা আকাশের দিকে তোলো।

(৯৫)

চোখে তো পরেছো নেশার কাজল,
বক্ষে পরেছো কী?
কিচ্ছু পরোনি? কেন?
বিরহিনী রাই কামের সমুদ্র যেন।

(৯৬)

হে আমার প্রিয় লজ্জাহীনা,
আর কিছু জানিতে চাহি না।
শুধু বলো, রসভারে নত বক্ষ
হালকা হয়েছে কি না/

(৯৭)

যখন চুম্বনকে সময়ের অপচয় বলে মনে হয়,
তখন বুঝবে, ওটাই হচ্ছে আসল সময়।
ভূমিকর্ষণ শেষে তখনই তো ধরাতলে
কৃষক বপন করে ধান।
রাতের আঁধার মাটিকে সাহায্য করে
রজঃস্রোত রুদ্ধ করে শস্যবতী হতে।

(৯৮)

কর্ষণকালে যদি না মিলে ভূমির সাড়া, সেই কর্ষণে নাহি সুখ।
আমরা জমিন চাই পলিময়, আনন্দউন্মুখ।- আমি চাই তুমি,
প্রিয়তমা, আমাকে পলকে নেবে মাটির গভীরে টেনে।
তবে না উর্বরা হবে জমি, কৃষক আনন্দ পাবে মাটি ছেনে।

(৯৯)

প্রিয়-শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছো বুঝি?
ভোর হয়ে এসেছে, দ্রুত ফিরে যেতে হবে।
কিন্তু অন্তর্বাস পাচ্ছো না খুঁজি?

(১০০)

আমি জানি তোমার রতিস্থান,
স্তনগুচ্ছে তোমার অনেক আদর চাই।
আজ কী রঙ পরেছো,
বলছো না কেন ছাই?
গোলাপী হলে হুক খুলে দাও,
নীল আকাশে উড়ুক কাটা-ঘুড়ি।
লাল যদি হয়, ঘোমটা খুলে
নিচের ফিতা উপরে দাও তুলে।
আমি তোমার স্তনের বোঁটায়
নিঘুম তারা দেখি।

(১০১)

তুমি যে প্রেমের কূপে কামের আগুন জ্বালাই দিলা,
সে-আগুনে জ্বলে-পুড়ে আমি হইলাম টেংরাটিলা।
টেংরাটিলা, টেংরাটিলা, আহারে টেংরাটিলা।

(১০২)
তা না হলে তোমার সুন্দর আমি দেখবো কী করে?
আমি জানি, তোমার সুন্দর আমার সুন্দর থেকে
অনেক অনেক বেশি সুন্দর।
আমার সুন্দর হচ্ছে তোমার সুন্দরকে ধরার ফাঁদ।

(১০৩)
নেমেছে কি মেঘ রতিগৃহ ছেড়ে?
থেমেছে কি ঝড় মধ্য-সুমুদ্দুরে?

(১০৪)
আলো ছেড়ে এসো অন্ধকারে যাই।
যেখানে তুমি ছাড়া কেহ নাই। কিছু নাই।

(১০৫)
যে তর্ক মধুর নয়, আমি তাতে জয়ী হতে চাই না।

(১০৬)
আহ! খুব মজা পেলাম। প্রাণ জুড়িয়ে গেলো।
তুমি এতো সুন্দর করে বললে কথাটা।
কাব্য ও কাম একে অপরের হাত ধরে হেঁটে গেলো।
কী যে সুন্দর লাগলো।
পুরুষদেহে এতো সুন্দর তিল মানায় না।
মনে হয় উর্বশীর তলপেট থেকে চুরি করে নিয়ে
আমি স্বর্গ থেকে পালিয়ে এসেছি।
তাইতো উর্বশীরা আমাকে খুঁজে বেড়ায় এতো।

(১০৭)

আমি যখন তোমাকে ছুঁই,
তখন তোমার যে ফুল ফোটে,
আমি তার নাম দিয়েছি ছুঁই ফুল।
সবাই কি আর সে ফুল চেনে?
প্রিয়ার জন্য তারা কেনে জুঁই ফুল।
আমার প্রিয় ফুল কি জানো/
ছুঁই ফুল আর তুই ফুল।

(১০৮)

তোমার যুগল নিতম্ব-নির্মিত আকাশকে
আমি আজ ভরিয়ে দিলাম চুমুর তারায়।

(১০৯)

আমার প্রেম, তা যতো সাতঘাটের ভেজাল হোক, আমার তো!
তুমি আমার প্রেম অর্জন করেছো। এই অর্জনের আনন্দ থেকে
নিজেকে বঞ্চিত করে কখনও অকারণে কষ্ট পেয়ো না।
আমি যে অন্য গ্রহ থেকে আসা কোনো এক উর্দ্ধলোকের মানুষ,
আমার সম্পর্কে তোমার এই ধারণা হয়তো কিছুটা সত্য।

(১১০)

বঞ্চিত করে বাঁচালে, আমি খুব নির্ভার বোধ করছি।
মনে হচ্ছে মুক্তি পেলাম। একটি অসঙ্গত, কামাশ্রয়ী
প্রেমের উত্তেজক আনন্দের প্রলোভন হইতে মুক্তি।
পাওয়ার আনন্দে নয়, হারানোর বেদনার মধ্যে মুক্তি।
তুমি যদি আমাকে পুজা ক'রে আনন্দ পাও, করবে।
আমি তোমার পূজা নেবো, যদিও আমি যোগ্য নই।
তবে আজ থেকে তুমি হলে আমার প্রথম পুজারিনী।
ঘুমাও, এখন ঘুমাও আমার সোনা, ঘুমাও পুজারিনী।

(১১১)
ইচ্ছা করে প্রিয়তমা, সর্ব অঙ্গ চুষি,
তোমার অঙ্গে যুক্ত আমার অঙ্গের খুশি।

(১১২)
নবপ্রেম কিছু নিষ্ঠুরও হয় বটে।
সে আসে সহাসে পুরনো প্রেমের প্রয়াণে।

(১১৩)
দেখো আবার প্রেমে পড়ে যাবে! মক্ষী যেইসা গরম তেল মে।
আমি তো আগেই তোমাকে সর্তক করেছিলাম,
একান্ত নিজের করে আমাকে কেউ পায় নি, পায় না, পাবে না।
সবাই যাতে কিছু না কিছু পায়, তার রাস্তা রাখতে হবে না?
আমি তো রবীন্দ্রনাথের সেই আকাশ, যে দুই হাতে প্রেম বিলায়।
হরিলুটের বাতাসা আমি, আমাকে ধূলি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে
যে যার ঘরে ফিরে যায়। আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই।

(১১৪)
চুপ! এক্কেবারে চুপ।
আমি কি তোর পেটের ছেলে,
যে চুপ বললেই চুপবো?
বরং তুই খেপিস যদি সাপের ফণা ছুপবো।
আমার বিষে মরবি যখন, সতীর শব মাথায় নিয়ে
আমি তখন শিবের মতো ঘুববো।

(১১৫)
আমাকে নিশিকাব্য লিখতে দেবে না?
কী আর করা যাবে? ক্ষতি হবে বাংলা কবিতার।
আমার কী? আমি তো নিজের জন্য ভালোবাসিনে।
আমি যতকিছু করি তার পেছনে থাকে কবিতা।
আমি হচ্ছি কবিতার হাতের পুতুল।

(১১৬)
তুমি শুয়ে পড়েছো? আমিও তবে শুই।
শুয়ে শুয়ে মন দিয়ে মন ছুঁই।

(১১৭)
আমার গোপন কালো তিলে,
তুমি যেই না চুমু দিলে-
অন্ধকারের উৎস হতে
উৎসারিত আলো
পড়লো ছড়িয়ে নিখিলে।
তিল থেকে তাল নয়,
জন্ম হলো এক সূর্যকুসুমের।

(১১৮)
নববর্ষে পট্টবস্ত্র পরি
চট্টেশ্বরী সেজেছেন
আজ কবির ঈশ্বরী।

(১১৯)
ওঠো ওঠো চট্টলা গো,
চপ্পল পরো পায়।
প্রাতঃকৃত্য সারো কন্যা
সময় বয়ে যায়।
নাস্তা করে শাড়ি পরো,
পরো অন্তর্বাস।
তারপর অঙ্গে মাখো
আমার সুবাস।

(১২০)

তুমি করবে আমার পূজা?
মাডিত আছাড় মেরে ভাঙবে দিনে একশ'বার।
টুকরাগুলি জোড়া দেবে, ভাঙবে বলে পুর্নবার।
জেনেও তোমার ইসকে আমি
হইছি দিওয়ানা, হইছি গুনহাগার।
ও ভগবান, আল্লাহরে,
তুমি সাত ঘাটের জল খাওয়াইয়া শেষে
এ কোন ঘাটে ফাললা রে?

(১২১)

কামভাবে সারাক্ষণ এতো মগ্ন হয়ে থাকি, যে অন্য
ভাবনাগুলি দৌড়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না।
আমি তো অনন্তসঙ্গমরত এক প্রাণী, অর্ধনারীশ্বর।

(১২২)

আদরগুলি বুকের ভিতরে জমতে জমতে
ক্রমশ পরিণত হয়েছে বজ্রশিলার পাথরে।
বজ্রবৃষ্টি হওয়ার আগেই তুমি কাছে এসে
শিলাভার থেকে মুক্ত কর আমার আকাশ।

(১২৩)

আমার দেবী, সুচিস্মিতা।
যা দেবী সর্বভূতেষু
শক্তিরুপেন সংস্থিতা।
সঙ্গীরুপেন সংস্থিতা।

(১২৪)

আজ তোমার নাভির গল্প বলো।
ও কিসের মতো গভীর?
জল তুলো নেয়া সমুদ্রের মতো,
আমি যেমন ধারণা করেছি?
আমি যখন তোমার দেহের
প্রথম ক্ষতচিহ্নে চুম্বন করবো,
লজ্জার আনন্দে মূর্ছা যাবে না তো?

(১২৫)

তোমার গর্ভগৃহের আনন্দআহবান
আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো।
ফ্রিজের নিশিছদ্র দরোজার মতো
আমি আমার সমস্ত শরীর দিয়ে
জড়ালাম তোমার শরীর।
আলোহীন, বায়ুহীন অন্ধকারে
তারপর শুধু তুমি, আর আমি।

(১২৬)

তরুণ কবি বা সদ্য প্রেমে ছেলে-ছোকরাদের মতো সারাক্ষণ
ঘ্যানর ঘ্যানর করা, আর লম্বা প্রেমপত্র লেখা আমার পক্ষে
না সম্ভব, না আমাকে তা আর মানায়।
আমি বাপু একটা কথাই সেই ছেলেবেলা থেকে বলতে শিখেছি,
সুন্দরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নুইয়ে বলি-'ভালবাসি'।

(১২৭)

দয়ালু শিব লালন করেন আমার যৌবন।
আমি তাঁর কৃপাধন্য। জয় শিবশম্ভু।

(১২৮)
আমি ভালোবেসে প্রবেশ করবো
তোমার মর্মমূলে।
ফোটাব তোমার খুব ভিতরের ফুল,
তুমুল-ঝুমুল।

(১২৯)
শরীরবাদী মানুষ যখন শরীরী চাহিদার বিপরীতে অবস্থান নেয়,
তখন তার স্বভাববিরুদ্ধ আচারণের শাস্তি সে পায়।

(১৩০)
নগ্ন ননীতনু কামের চাদরে ঢাকি,
ঘুমিয়ে পড়িলে নাকি?
আমিও তাহলে আমার দু'চোখে
তোমার নিদ্রা মাখি।
আজ আর নয়। কাল নিশ্চয়
হবে তুমি কালবৈশাখী।

(১৩১)
আমি তো তোমার যোগ্য শয্যা এখনও সাজাতে পারিনি।
এরই মাঝে তুমি গেছো, অভিসারিনী?
এসেছোই যদি কবি-অভিসারে, কবি দেহে পাতো শয্যা।
আমি ভুলি সব পুরাতন প্রেম, তুমি ভোলো শুধু লজ্জা।
অগ্নিতে দাও ঘৃতের আহুতি, জ্বালাও কামের শিখা।
জানিতে চাহি না কী নাম তোমার? জানি তুমি অনামিকা।

(১৩২)
তোমার কণ্ঠটা ভারী মিষ্টি,
আমার টিনের ঘরের চালে
ঝরে যায়, যেন টুপটাপ
গান গায় শিশিরের বৃষ্টি।

(১৩৩)
ভালোবাসা হলো মুক্তি।
সে যখন বিষয়ী হয়ে ওঠে,
তখন তার অদৃশ্য সুতোটি
হয় জাহাজ বাধাঁর দড়ি।

(১৩৪)
যেখানে কোনো খাদ নেই,
সেখানেই তো প্রাণের আনন্দ।

(১৩৫)
স্নানে যাও যৌবতী কইন্যা,
গাঙে আইছে বাণ,
সঙ্গে নিতে ভুইলো না বন্ধু
সৌগন্ধী সাবান।

(১৩৬)
কাল নিশিসঙ্গমে মেতেছিল সারারাত
মাতাল বরফবীথি আর স্বর্গের সতীরা।
তাই যদি না হবে, তবে তাহাদের
বুক থেকে কীভাবে বিছিন্ন হলো ব্রা?

(১৩৭)
আমি আজ জলসঙ্গমে নিঃশেষিত।
আমাকে আর কামবাণে বিদ্ধ করো না।
আজ না রবি ঠাকুরের জন্মদিন?
তাঁর সম্মানে আজ আমার ছুটি।
কাল অসম্মান করো যতো খুশি।

(১৩৮)

ছাড়বে না হে, তৃষ্ণা তোমার বাড়বে আরও,
তোমারে সে পাগল ক'রে ছাড়বে আরও।
তোমার ধন সে একে-একে কাড়বে আরও।

(১৩৯)

এসো, চলে এসো আমার ঘরে।
তোমায় আমি পরান ভ'রে দেখি।
তুমি কল্পনাকে মুক্ত ক'রে
আমার সাথে যুক্ত করো দেহ।
আসবে নাকি আকাশপথে উড়ে,
ঝড়ের রাতে কবির অভিসারে?

(১৪০)

যা, এখন তুই শান্তিতে ঘুমা।
তোর যেখানটা সবচেয়ে সুন্দর,
সেইখানে দিব আমার চুমা।

(১৪১)

কী দম্ভ করে নিতম্ব
নিশিদিন, ক্ষণে-ক্ষণে।
আমি নীপবন ভেবে
হারাই আমার পথ,
তোমার নিতম্ববনে।

(১৪২)

সাঙ্গ হলে মেঘের পালা, শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা.....,
বলে গেছেন কবিগুরু, আমি আর কী বলবো?
তাঁর জন্যই গাঁথো মালা।
আমি ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে,
মালার ঝরা ফুল কুড়িয়ে তাঁর পেছনে চলবো।
নতুন কবি নই আমি যে নতুন কথা বলবো।

(১৪৩)

আমাকে ডাকো না কেন তোমায় শয্যায়?
আমি তো ফুলভারে নত হয়ে আছি লজ্জায়।

(১৪৪)

আজ রাতে তোমার আমার নগ্ন দেহ দু'টি
ভালোবেসে ইচ্ছেমতো করবে লুটোপুটি।

(১৪৫)

সুরাপান শেষে জড়াজড়ি করে
একই শয্যায় শুয়েছেন দুই সখী।
আমলকী, হরতকী।
আমি কি জানি না, এর অর্থ কী।

(১৪৬)

এটা প্রত্যাশা নয়, না চাহিতে পাওয়া।
এটা তো দিতে পেরে আমি আনন্দিত।
এর মূল্য তো এমন বেশি কিছু নয়,
প্রিয়জনের প্রিয় অঙ্গ পরশের
আনন্দ বুকে নিয়ে সে অমূল্য হয়ে উঠেছে।
সে তো আমার প্রেম আর কামের বাহক।
আমার দারিদ্রের কথা ভেবে
তুমি আমার কাছে চেয়েছো কাচের চুড়ি,
আর কপালে পরার টিপ।
আমি ভুলিনি, আমার সামান্য উপহার
কী অসামান্য আনন্দে গ্রহণ করেছো তুমি।
একে প্রত্যাশার ফসল বললে
যে আমরা দু'জনই ছোট হই,
কোনো সত্যিকারের কারণ ছাড়াই।

(১৪৭)

আমাকে তুমি তোমার অভ্যন্তরে টেনে নাও।
আমাকে জড়িয়ে ধরে তোমার গায়ের সঙ্গে।
দুই বাহু দিয়ে জাপটে ধরো আমার জীবন।
তুমি না আমাকে জীবনের গল্প বলবে বলেছিলে।

(১৪৮)

দিনের বেলায় রাতের বাঁশি বাজাও কেন সোনা?
রতি দেবী কি রক্তে মাংসে করছেন আনাগোনা?

(১৪৯)

কবির সঙ্গে প্রেম করে যে মেয়ে, সেই যে দেখি
আসল কবি, আসল বড়ো, নকল বড়োর চেয়ে।
আমি হয়তো বয়সে বড়ো, কবিতে বড় তুই- ই।
কেউ যদি মানতে না চায়, তবে না হয় দুই-ই।
কবির প্রেম যে এরকমই, সে বিরহে হয় শেষ।
ফুরিয়ে যাবার পরও বেঁচে থাকে প্রেমের রেশ।
কান্না দিয়ে মালা গেঁথে সে ভাসায় সমুদ্দুরে,
যেখানে সব নদী এসে মিশে মোহন সুরে।
আকাশ কবির কান্ড দেখে চাঁদের মতো হাসে।
ছোট বড়ো সব কবিকেই আকাশ ভালোবাসে।

(১৫০)

তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কখন নিজের ঘরে এসে আমাকে
ডেকে বলবে,- আমি এখন আপনার। সম্পূর্ণ আপনার।
কী তীব্র কামে আছন্ন করে রেখেছো আমাকে সেই দুপুর থেকে।
আমাকে সুন্দর করে ডাকো। পালিত কুকুর ছানার মতো দেখো,
আমি কেমনে লুটিয়ে পড়ি তোমার তুলতুলে গায়ের উপর।

(১৫১)

আমি তো অভয়। আমাকে সব খুলে বলো,
দেখাও, তুমি যে সুন্দর, স্বাক্ষী দেবে কবি।
তবে ভয়ই বা কেন, আর লজ্জাই বা কিসে?
কবিসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে জল হয়ে যাও মিশে।

(১৫২)

তুমি যদি পোড়া পুঁি, নিশিকাব্য কী?
তোমায় ভুলিলে আমি হইব পাতকী।

(১৫৩)

প্রত্যাশা যদি প্রেমকে অনুসরণ না করে, তবে এর মধ্যে এক
নতুন মাধুর্য আসবে। প্রত্যাশার চাপে সে ভেঙে পড়বে না।
আমি চাই তুমি আমার সারা জীবনের বন্ধু হও।
আমাকে নিজের করে নাও পাওয়াটাকে কষ্টের কারণ করো না।

(১৫৪)

আমি তোমাকে ভালোবেসে যেমন আনন্দ পাচ্ছি,
তেমন ভয়ও পাচ্ছি।
আনন্দটা আত্মিক ও জৈবিক,
ভয়টা নৈতিক ও সামাজিক। কোনোটাই মিথ্যে নয়।

(১৫৫)

নিশিসঙ্গমে ডাকিছে শশীকলা আয়..আয়..আয়।
এমন মধুরাতে কী যেন নাই সাথে,
তার কথাই শুধূ মনে পড়ে যায়, পড়ে যায়।

(১৫৬)

বুঝি এতোক্ষণে কবিরে পড়িলো মনে?
বুঝি এতক্ষণে হৃদয়ে জাগিলো প্রেম?
রক্তে জাগিলো কাম?
নাও, ধরো এ-দেহপট তোমাকে দিলাম।

(১৫৭)

তরুণী হরিণী তুমি, মাত্র আটাশ।
তোমার খাদ্য তৃণলতা, গুল্ম, কচি ঘাস।

(১৫৮)

তোমারে কি মনে পড়ে পূর্বজন্মের কোনো স্মৃতি?
হারিকেনের মিষ্টি আলোয় ক্রমন্মোচিত দেহের
সমুদ্রে ভেসে যাওয়া কোনো
কৃষ্ণ শ্মশ্রুধারী তরুণ কবিকে?
যে তোমার ট্রান্সপারেন্ট শুভ্র স্তনযুগলকে তুলনা
করেছিলো সিন্ধুতরঙ্গশীর্ষে শোভিত ফেনার সঙ্গে।

(১৫৯)

চল আজ আমরা মিলিত হই, একে অপরের প্রসাদ পাই।
চূড়ান্ত সঙ্গমসুখে তোমাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে নেয়ার জন্য
আমি যে কী হয়ে আছি,- সে আমার সমুদ্রই শুধু জানে।
তুমি পৃথিবীর সমুদ্র দেখেছো, আমার সমুদ্র দেখো নাই!

(১৬০)

তোমার কমবয়সের উচ্ছলতা,
আর নবীন মাংস-মজ্জা ও ত্বকের প্রতি
আমার মধ্যেযে লোভ জাগ্রত হয়েছে,
শুধু প্রেম দিয়ে আড়াল করার মতো
সামান্য লোভ তো সে নয় হে।

(১৬১)

কিষিকাব্য শুরু হোক নিশিকাব্য শেষে,
ফুলে-ফলে, ধন-ধান্যে পূর্ণ হোক ধরা।
নিশিস্মৃতি মুছে যাক দিনের আলোয় ভেসে,
বর হোক কবি, কবিবর রহুক অধরা।

(১৬২)

পায়ের কাছে কে চায় তোরে? বুকের মধ্যে আয়।
সোনা আমার, সখা আমার,
মিছে কেন মাথা নত ক'রে আছো লজ্জায়?
আমিও নগ্ন, তুমিও নগ্ন।
একই বাসনায় দু'জনই দু'জনার খেলা দেখি,
ওরা দোঁহে মিলে এক হোক কামশয্যায়।

(১৬৩)

'লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা,
ইন্নি কুন্ত মিনাযজোয়ালেমিন।'
হে প্রভু, হে বিশ্বপালক আমার,
হে রাব্বুল আলামিন!
আমি জানি, আপনি আমার প্রতি
করুণা বশত আমাকে দিয়েছেন
এতো আনন্দ-উত্তাল রাত্রি,
আর কবির গৌরবে ভরা দিন।

(১৬৪)

একটি আটপৌরে সাধারণ রাত্রি কখনও
কোনো অসাধারণ দিনের জন্ম দেয় না।
আমার রাত্রি-মাকে আমি বলতে শুনেছি,
প্রতিটি দিনের ভাগ্য নির্ধারিত হয় রাতে।
রাত্রি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, দিন রাত্রির জাতক।
মা বলতেন, সৃষ্টির উৎস হচ্ছে অন্ধকার;
আলোর মধ্য থেকে প্রাণের উদ্ভব হয় না।
উৎসভিন্নতা রুহের গন্তব্যকে পৃথক করে।

(১৬৫)

ঘড়ি ও সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে
প্রবাহিত হয়ে চলেছে সময়,
আর দেয়াল ঘড়ির মতো তুমি
ঝুলে আছো আমার বুকের দেয়ালে।
সময় ছাড়া আমাদের দু'জনের
আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে
আর কিছুই প্রবাহিত হচ্ছে না।
আমাদের দু'জনের হৃদপিন্ড দু'টি
পরস্পরকে আনন্দ দিতে দিতে
সময়ের বিরুদ্ধে ছুটে চলেছে।

(১৬৬)

তোমার জন্মের প্রথম ক্ষতচিহ্নে
গ্রহণ করো আমার শেষ চুম্বন।

(১৬৭)

সুপ্রভাত সুনিপণা, সুকন্যা সোহাগী!
ভাসিয়া তোমার কামে,
এসেছি জন্মের গ্রামে পুনজর্ন্ম মাগি।
কী ভালোই যে লাগছে আমার জন্মগ্রামটিকে।
এখানে চির-অনাবৃত প্রকৃতি তার
সব ঐশ্বর্য মেলে ধরেছে আমার চোখের জন্য।
এই অনন্তযৌবনা গ্রাম্যবালার কামজাগানিয়া
সবুজের দিকে চেয়ে পুড়ে যাচ্ছে আমার চোখ।
তোমার কল্পিত-নগ্নতার সঙ্গে মিলিয়ে
আমি প্রাণ ভ'রে দেখছি তার অদেখা স্বরুপ,
যার স্তন বন্ধনহীন দূর-দিগন্তে বিলীন।

(১৬৮)

ধরা যাক তুমি হচ্ছো গ, তোমার আছে দু'জন প্রেমিক।
তাদের নাম যথাক্রমে-ক ও খ।
তুমি যখন ক'-কে পেছনে রেখে খ'-এর কাছে যাও,
তখন আমি খ ভাবি, তুমি আমার দিকেই আসছো।
অথচ ক'র কাছে ঐ আসাটাই হচ্ছে যাওয়া।
মানুষ জানে না তত, যত জানে বসন্তের হাওয়া।
প্রতিটি আসার মধ্যে সুপ্ত থাকে যাওয়া।
আর প্রতিটি যাওয়ার মাঝে সুপ্ত থাকে আসা।
এ দু'য়ের মাঝখানে মাথা কুটে মরে ভালোবাসা।

(১৬৯)

আদর দিলে যুগল স্তনে,
আগুন লাগবে দেহবনে।
অধর-ওষ্ঠ ফুলিয়ে ঠোঁট
হবে চার-দলীয় জোট;
'আমারও লোভ ছিলো
তোমার উন্মত্ত চুম্বনে।'
ঠোঁটের দাবি না মিটাতেই
কেঁদে বলবে নাঞি;
'চোখে-মুখে, ঠোঁটে-স্তনেই
সব চুমু তুই খাবি?
যখন আমি আদর দিয়ে
মিটাবো দাবি তার,
বলবে হেসে স্বর্ণখনি;
'এসো আমার সোনামণি,
আমিই তো তোমার চুমুর
আসল দাবিদার।'

(১৭০)

কাল ছিলো উৎসের সঙ্গে মিলনের রাত্রি।
সমুদ্রের গন্তব্যকে ভুলে কাল রাত সব নদী
ফিরে গিয়েছিলো বোধির উৎসমূলে।
কাল কী সুগন্ধ ছিলো কালো চুলে ঢাকা
লাল জবাফুলে?

(১৭১)

আছে দুঃখ, আছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা-বিষাদ-
আনন্দকে তার চেয়ে জীবনের বড়ো সত্য মানি।
খুশি হই যদি তুমি কও, আমিও এ-কথা জানি।

(১৭২)

আমার মহিষ দেখো মাথা তুলে কেমন ফুটেছে,
যেন লাল গোলাপের কার্মাত কোরক।

(১৭৩)

যে জন দিবসে মনের হরসে জ্বালায় কামের বাতি,
নিশিকালে তার দেখিবে না আর তৃপ্ত শয়নসাথী।

(১৭৪)

ডাইকো না গো সোনা বন্ধু,
আইজ অন্য মানুষ লইছি ঘরে।
তোমার লাইগা ছিলাম জাইগা
জালনাতে চোখ ধরে।
শেষে আমি বাধ্য হইয়া
গেছি ভিন্ন পুরুষ লইয়া।
তারে শুধু দেহই দিবাম,
তোমার সাথেই মিলবাম অন্তরে।

(১৭৫)
মুরগীর ছানাগুলি ছুটে বেড়াচ্ছে উঠান জুড়ে।
যেন সদ্য ফোটা কদমফুল।
বোঝাই যাচ্ছে, আজ পয়লা আষাঢ়।

(১৭৬)
আমি বন্ধনহীন মৌসুমী বায়ু
ভ্রমি দেশে দেশে
শেষে পৌঁছেছি এসে
আমার প্রিয় বাংলাদেশে।
তোমার স্পর্শ পেয়ে
আমাকে ঝরতে হবে জানি।
তোমার প্রতিটি নদী-নালা,
পথ-ঘাট, পুকুর-প্রান্তর,
খাল-বিল, গুহা-গিরি
আমাকে ভরতে হবে জানি।
শরৎ আসার পরে
আমাকে মরতে হবে জানি।

(১৭৭)
দোলো আমার দোলন চাঁপা,
দোলো আমার প্রেমের দোলায়।
দোলো তোমায় যেমন ক'রে
দোলাতে চায় পাগলাভোলায়।
দোলো আমার রতি দেবী,
ঝড়ো হাওয়ায় লতার মতো।
তুমি যদি হও ঐরাবতী,
আমি হবো তোমার ঐরাবত।

(১৭৮)
ওঠো ওঠো প্রীতিলতা, জাগো সূর্য সেন।
চেয়ে দেখো চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।

(১৭৯)
যখন তুমি রজঃস্বলা, নিষিদ্ধ সঙ্গম,
যখন তুমি অপবিত্র জবাকুসুমং-;
তখন আমি ফুলের কাছে যাবো।
অপবিতত্র পবিত্রবা,
হবে তোমার রক্তজবা।
তোমার প্রেম নাও যদি পাই,
আমি ফুলের প্রেম তো পাবো।

(১৮০)
এ কি কোনো লোকগান?
নাকি এই নিশিকাব্য
সোনাবন্ধু তোমারই বয়ান?
মরমে পশেছে সখি,
ঋতুমতী তোমার আহবান।

(১৮১)
আমি লৌহকণিকা, তুমি অয়ূস্কান্ত মণি।
হে সুন্দরী, হে মনোমাহিনী আমার, তুমি
আজ আমাকে অমর করো একটি চুম্বনে।
পদ্মফুল ক'রে, হে প্রিয় তুমি যে পদ্মিনী।

(১৮২)
আমার ধর্মের নাম যৌনধর্ম।
হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম
বা খ্রিস্টানধর্ম আমার ধর্ম নয়।
যৌনধর্ম নিয়েই আমি লেখি
আমার পুরো-মানুষের গান।
যৌনমিলনের আনন্দের মধ্যে
তার ইঙ্গিতই আমি দেখি।
আমি জানি-লোভ, হিংসাও
ঘৃণাই হচ্ছে পাপের উৎস।

(১৮৩)
কাছে ঘেঁষার দরকারটা কী?
শব্দকাতে কাতর ক'রে
উড়ে যাচ্ছি নীল অম্বরে,
শূর্পণখার স্বর্গলোকে।
কাছে ঘেঁষার দরকারটা কী?
দূর থেকেই পাচ্ছি তোকে।

(১৮৪)
মৎস্যকন্যার মতো গোধুলিসন্ধ্যায়
আমার ঘেরজালে আটকা পড়লো
এক বিশাল মাদী রুই।
আকে আমার আপনি বলা উচিত,
নিবেদন পক্ষে তুমি।
অথচ আমি তাকে বলছি, তুই।

(১৮৫)
কখন কোন কবির কাজে লাগে,
তার জন্যই তোর ফুল বাগানে
ফুল ফোটেনি আগে।

(১৮৬)
স্থলে ছিলো এখন জলের ভিতরে প্রবেশ করেছে মৎস্য।
হা হতোস্মি! শূর্পণখার গর্ভে এসেছে শ্রীলক্ষ্মণের সৎস।

(১৮৭)
ভগবানই যদি ভক্তের অধীন, তবে আর স্বাধীন কে?

(১৮৮)
হে প্রিয়তমা, সাগরের পাখি, দেখো চেয়ে
মধু মেয়ে, আকাশে উঠেছে পূর্ণিমা-চাঁদ,
চন্দ্রমল্লিকার বনে লেগেছে আগুন।
বেরিয়ে আসবে বলে গুহামুখে লাভাস্রোত
গুনিছে প্রহর, তাকে চুম্বন পাঠাবো নাকি?

(১৮৯)
তুমি যদি আমার পদ্মবনে না আসো,
তাতে প্রকৃতির হাতের পুতুল, সোনা।
আমাকে শব্দকামে জড়িয়ে রাখো।
আমার কর্ণে তোমার কণ্ঠসুধা ঢালো।

(১৯০)
নিতেছিলে যদি, বুকে ছিলো যদি ক্ষুধা;
তবে শুন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া সুধা,
দিতে না দিতেই স'রে গেলে কেন?
যখন সমুদ্রে জোয়ার, আসমানে পূর্ণিমা,
তখন বুঝি কেউ ছেড়ে যায় প্রিয়তমা।

(১৯১)

সাতজন্মেও যা শোননি, তা এই জন্মে শোনো।
যা শুনে লজ্জায় কান উষ্ণ হয়, -প্রাণ কাঁপে,
কিন্তু সঙ্গোপনে পুনর্বার শ্রবণের সাধ জাগে,
আমি মনে করি, তাতে অন্যায় নেই কোনো।

(১৯২)

যে আনন্দযজ্ঞে আমরা পরস্পরকে নিয়ে মত্ত হই,
সেখানে তো আমরা এক দেহ, এক প্রাণ।
তোমার আনন্দ মিশে আমার আনন্দ স্ফীত হয়।
সেখানে কে ছোট, কে বড়, -সে কথা কে বলবে?
আমি তো নৈশঅভিসারের সুখ স্মৃতিকে
জীবনান্তে জীবনের ওই পারে নিয়ে যেতে চাই।

(১৯৩)

তুমি গাছের ডালে বসো বলেই
নিজেকে আমি গাছ বানিয়ে রাখি।
আমি তো গাছ। বনের বৃক্ষ।
আমি কারও প্রণামযোগ্য নাকি?
তুমি আমার বউ কথা কও পাখি।

(১৯৪)

এসো আমার বুকে এসো।
প্রেমে-কামে, সুখে-দুঃখে,
আনন্দে-বেদনায়; এসো,
আজ মরি অভিন্ন শয্যায়।

(১৯৫)

আমি জানি তুমি কী ভীষণ কামার্ত হয়ে আছো।
আজ রাতে তুমি আমাকে সহজে ছাড়বে না;
ছিঁড়ে-চুষে কলাপাতার মতো ফুর্দা ফুর্দা করবে।

(১৯৬)
মিছে কেনো ছলো? আমি কান পেতে আছি,
তুমি তোমার কুশল বলো। শুনি।
বলো কী শোভা ধরেছে বুকে চন্দ্রমুগ্ধ বুনি।

(১৯৭)
মাগো, কী ভয়ঙ্কর। কী সমুদ্রমথিত সুখ।
কী অগ্নিকাম ফুটেছে। -কামিনীই বটে।

(১৯৮)
ভাবিনী, কখনও আমার এরকম প্রেম হবে।
এত নত হয়ে আমি কারও কাছে হাত পাতিনি।
আমার প্রাণের দাবি পূর্ণ করছে তোমার দেহ।
আগে তো কখনও এতো দুরসঙ্গমে মাতিনি।

(১৯৯)
তো এখন তুমি বুক খুলে দাও,
আমি ঝাঁপ দিই তোমার চিতায়।

(২০০)
আমার মন নারীকে যখন যেরুপে কল্পনা করে
আনন্দ পায়, আমি সেরুপেই তাকে উপভোগ করি।
তাতেই আমার চূড়ান্ত সুখ।আমি উৎসমুখী।
আমি চাই বিচিত্ররুপে আমাকে উপভোগ ক'রে
তুমিও আমার মতোই আনন্দসাগরে ভাসো।
প্রাণ যা চায়, সেটাই হচ্ছে জীবনের বড় চাওয়া।
আমাদের চোখের লজ্জাটা হচ্ছে ছোট সত্য।
যথাসম্ভব নিজেকে যৌনানন্দে মাতিয়ে রাখো,
ওটাই জীবজগতের চালিকাশক্তি।

(২০১)
বেশি ক'রে না পাওয়ার বেদনায়
কম ক'রে পাওয়ার আনন্দকে
কখনও হেলাফেলা ক'রো না।

(২০২)
জিলিপির ভাঁজে ভাঁজে যেমন রসের শিরা,
তেমনি তোমার কথার ভাঁজে ভাঁজে
লুকিয়ে থাকে চকচকে কামরসের তরবারি।
হে জগৎশ্রেষ্ঠা নারী-, বীরপূজারী শূর্পণখা,
আমি তোমার জন্য দেশও ছাড়তে পারি।

(২০৩)
তোমার লজ্জারাঙা চোখের পাতায়,
বা অনাবৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কামাগ্নিতে
যদি কোনদিন ঘৃতাহুতি দিয়ে থাকি,
তবে প্রিয়তমা, তোমারই আজ্ঞাবহ
ক্রীতদাসজ্ঞানে কবিরে করিও ক্ষমা।

(২০৪)
গিলে খাবে আমুন্ডু আমাকে?
তবে তুমি নির্ঘাৎ হস্তিনী।
উগলে দিও কাজ হয়ে গেলে,
যেন পুনর্বার তোমার সেবায়
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারি।
আমার কাককণ্ঠ তোমার মতো
কোকিলকণ্ঠীর কোমল কর্ণেও
যদি মধুবর্ষণ করে, তবে তো
বুঝতে হবে তোমার কর্ণযুগল
তোমার স্তনযুগলের মতোই
মর্ষকামী ও পীড়ন-প্রত্যাশী।

(২০৫)
দিয়েছি তোমার ভান্ড শূন্য ক'রে।
এবার ঘুমাও তবে, প্রিয়তমা।
মুর্খেরে করি ক্ষমা,
নিশিপদ্মের মতো তুমি ঘুমাও
আমার আনন্দ সরোবরে।

(২০৬)
কালো নৌকার ভিতর থেকে
উপচে পড়া রসে
ভাসিয়ে দুই উরু,
দিল্লী থেকে সওদা করে
ফিরেছেন তোর গুরু।
তবে আর দেরী কেন?
শূর্পণখা, রঙ্গ করো শুরু।

(২০৭)
ভুল হ'য়ে গেছে খুব পঞ্চবটী বনে,
ক্ষমা করো শূর্পণখা, নিঠুর লক্ষ্মণে।

(২০৮)
একুইরিয়ামের মাছের জন্য আজ কিছু বড় পাথর কিনে এনেছি।
পাথরগুলো নকল সমুদ্রে ছাড়তেই মাছগুলো পাগলের মতো
ছুটতে লাগলো আমার ছোট্ট একুইরিয়াম জুড়ে।
আনন্দে না ভয়ে, ঠিক বোঝা গেলো না। এটুকুই বুঝলাম যে,
বড়-আকৃতির পাথরগুলো যেন ওদের ছোট্ট পাথরের
পৃথিবীটাকে হঠাৎ করে বড়-পাথরের পৃথিবী বানিয়ে দিয়েছে,
পুরনো স্তনও নতুন ব্রাতে যেমন নতুন রূপ ধরে, তেমনি।
নতুন পাওয়া পাথরগুলোর গায়ে আনন্দে লুটিয়ে পড়ে-পড়ে;
চারিদিকে ঘুরে-ঘরে মাছগুলো তখন ফিসফিস করে বলছে;
আমাদের ছেড়ে এতোদিন কোথায় ছিলে গো বড়-পাথর?

(২০৯)

আমি যখন চুম্বন করি, আমার জিহবা তখন
শুধুই চুম্বনের মধ্যে আর স্থির থাকে না।
চুম্বনাতিরিক্ত এমনকিছু দায়িত্ব সে পালন করে,
যা অধরও ঔষ্ঠের জন্য অসম্মানকর।
বুঝলে হে চাঁদবদনী, সোনামণিযোনি?

(২১০)

তোমাকে আমি ভুলে যাবো কেন? তুমি তো অনন্যা। তুমি দুর্দনিয়া।
তোমাকে নিয়ে আমি লিখেছি একটি পুরো কাব্যগ্রন্থ,- নিশিকাব্য।
হে শূর্পণখা, হে কাম সোহাগী মেয়ে, তুমিই তো সেই কাব্যের রানী।

(২১১)

কোথাকার মানুষ, কোথায় বসে ভাত খাচ্ছো।
না জানি কে তাকে এগিয়ে দিচ্ছে জল,
লোডশেডিংয়ে কে তারে বাতাস দিচ্ছে গায়ে,
সবাই তো পথের ক্লান্তি বিছিয়ে দিচ্ছে পায়ে।
এর চেয়ে তো ভালো ছিলে তুমি আমার নায়ে।

(২১২)

বুঝি দন্ড দিচ্ছো তোমার কবিকে?
জানি না অজ্ঞাতসারে কখন করেছি ভুল শূর্পণখা,
তোমার ভজনে। ক্ষমা কর, ভালোবেসে পুনর্বার
বুকে টেনে নাও কামেশ্বরী, নিয়তি আমার।

(২১৩)

কাল যা পাবে আজ তাকে পাবার জন্য
কেউ এমন গাধামি করে?
কেউ করে কি না জানি, আমি করি।
কেননা আমি তো মুহূর্তে মুহূর্তে বাঁচি,
আর পলে পলে মরি।
প্রহরে প্রহরে শুধু বারবার মনে হয়,
বয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে আমার সময়।

(২১৪)

দুয়ারে উদ্ধত ঊষা হানিছে আঘাত।
গাত্রোত্থান করো কন্যা, ধরো এই হাত।

(২১৫)

দুটি স্তন যেন ঝুলন্ত দুটি দুর্গা,
বিসর্জনের জন্য নৌকায় প্রস্তুত।
হুক খুলে দিলেই হুড়মুড় করে
ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে নদীতে।

(২১৬)

মনে হয় তাল কেটে গেছে রাত্রির।
আজ মন ভালো নেই পাত্রীর।
বড় করে পাত বিছাবো না নাথ,
তিনি দেন যাই, তাই যেন পাই-
যিনি আমার জীবনদাত্রী।

(২১৭)
এসো, নিত্য রাজি কন্যা
মিলি পুনর্বার প্রভাতসঙ্গমে।
প্রমত্ত প্রমদা প্রিয় পদ্মিনী আমার!
উদিত সূর্যের কাছে এসো দোঁহে
যাচঞা করি সুবর্ণ সন্তান।

(২১৮)
ওঠো কন্যা, প্রীতিলতা,
শোনো হে কবির কথা।
নগ্ন অঙ্গে লহ প্রিয়া
চুম্বন, চুম্বন।
জানিও পুরুষই শ্রেষ্ঠ
নারীর ভূষণ।

(২১৯)
শূন্য সুরাপাত্র হাতে কখন থেকে
আমি ডাকছি তোমায় সাকী,
তুমি শুনেও ডাকে দাও না সাড়া,
বুঝি অন্য কোথাও যাবার তাড়া?
অন্য কাউকে মন দিয়েছো নাকি?

(২২০)
আমার জীবনে কোনো সত্য নেই, তুমি ছাড়া।
আমার জীবনের কোনো মিথ্যা নেই, তুমি ছাড়া।

(২২১)
আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।
এই সুখের কোনোই মানে হয় না,
যার শেষে থাকে এমন বিষাদ।

(২২২)
বাইরে যদিও নয় ততো জমকালো-,
কিন্তু জানি সে ভিতরে ভয়ঙ্কর।
তোমাকে দেখেই দু'চোখে যখন
বিদ্যুৎ চমকালো,
বুঝলাম নির্ঘাৎ শুরু হবে কামঝড়।
মানুষের প্রেম পূর্ণতা পাবে
সংসারে সন্তানে,
আমাদের প্রেম তখনও আকাশে
উড়িয়া উড়িয়া মেঘে
ঝঞ্ঝার বেগে জড়াবে পরস্পর।

(২২৩)
ঠোঁট থেকে গোঁফরাশি সরিয়ে,
মুখের ওপরে মুখ নামিয়ে,
প্রাণের তিষায় প্রাণ ভরিয়ে,
টুক করে গিলে ফেলো
বিষের বটিকা।
দেখসে, কিচ্ছু না।
বিষ মিথ্যা, সত্য চুম্বনামৃত,
কামের কুজ্ঝটিকা।

(২২৪)
উথালি-পাথালি কণ্যা করে দেহ-মন,
আমার অদেখা তুমি থাকো যতক্ষণ।
যখন তোমার অঙ্গে মোর অঙ্গ রাখি,
তখনই শান্ত হয় আমার পরান পাখি।

(২২৬)
আমি মরার পরে যাবো বলেই
জীবদ্দশায় যাচ্ছি না।
তোমার প্রেম পাবো বলেই
আর কারও প্রেম পাচ্ছি না।

(২২৭)
ছুঁ মন্তর ছুঁ।
তোমার মাথায়
ঝরুক প্রেমের
আনন্দবিন্দু।
ছুঁ মন্তর ছুঁ।

(২২৮)
তুমি মুক্ত, শূর্পণখা, রাবণভগিনী,
আমর কী সাধ্য হই তোমার দোসর।
যদিওবা নির্বাসিত নিজ রাজ্য থেকে,
আর্যরাজপুত্র বটে আমি, দৌবারিক,
মাতৃসমা সীমা-প্রহরায় আছি নিয়োজিত।
অযোধ্যায় এসেছি রেখে প্রিয়-পত্নী
যুবতী ঊর্মিলা। পিতৃআজ্ঞা, ভ্রাতৃআজ্ঞা
মেনেছি ধর্মের মতো, আমি ধনুর্ধর,
পুরুষ-কর্তব্য ভুলে পাতক হয়েছি।

(২২৯)
স্বপ্ন হও শূর্পণখা,-হও সুগন্ধি বকুল,
রাতের শিউলি হয়ে ঝ'রো দুর্বাঘাসে।
নির্বসনা-বনরানী, হয়ে অরণ্যের ফুল
কবিকে জাগাও সখা কার্মাত নিশ্বাসে।

(২৩০)
তুমি আমায় কী গান শোনাও,-ঈশ্বরই তা জানে।
আমার গানই তোমার গানকে মর্ত্যে টেনে আনে।

(২৩১)
ভোরের সূর্যের মতো আমি যেই
তোমার আকাশে উঠেছি,
আনন্দে কেঁপে উঠলো পৃথিবী।
কোথাও কি ভূমিকম্প হলো?
তুমি চোখের পলকে আমাকে টেনে নিলে।
তোমার আশ্চর্য সুন্দর গুহার গহ্বরে।

(২৩২)
সমুদ্রের সঙ্গে তর্ক চলে না, আমিও তেমনি।
ভালো লাগলে আমার জলে সাঁতার কাটো।
আমি কি কাউকে কখনও মানা করেছি নাকি?
আমি পর্বতের মতো শান্ত নই কেন, এ নিয়ে
তর্ক করা বৃথা এবং তা কিছুটা বিরক্তিকরও।

(২৩৩)
ওঠো নগ্ন অনাবৃতা, পরো নিজ বেশ
মুছো দেহমন থেকে কামের আবেশ।
বক্ষবন্ধনী পরো, করিও না ভুল,
কপালে পরিয়া টিপ আঁচড়াতে চুল।

(২৩৪)
যখন আমাকে মৃত্যু দেয়ার সময়,
হা ঈশ্বর, আমাকে দিয়েছো প্রেম।
বানপ্রস্থ কই প্রভু, প্রিয় পূর্বকোণে
কবির প্রহর কাটে প্রিয়ার ভজনে।

(২৩৫)
আমাকে দিয়েছো ভরে পূর্ণ দেহমন।
এইবার খরাদগ্ধ প্রকৃতিকে দাও কিছু
বারিধারা, তাকে শোনাও তরল
তরঙ্গসঙ্গীতধ্বনি দাও উষ্ণ প্রসবণ।

(২৩৬)
কী এক অজানা-অচিন, অসীম-অপার,
অমল-অনলপ্রায়, কী এক অনাঘ্রাত
অদ্ভুত খুশিতে ভ'রে উঠলো আমার মন।
এখন আমার আর কিসের প্রয়োজন?

(২৩৭)
মধুর তোমার মধুর দেহখানি ছোটোগল্পের মতো
অন্তরে অতৃপ্তি রেখে গেলো।
শেষ হয়েও শেষ হলো না জানি।
আবার কখন পাবো আমার বধুর মধুর দেহখানি?

(২৩৮)
বুঝি এতোক্ষণে কবিরে পড়িলো মনে?
প্রোষিত প্রেয়সী, হে সমুদ্রকূলবাসিনী-
দারুচিনী বনে আমি আসিয়াছি রণে,
ফিরে যাবো বলে নৈশভ্রমণে আসিনি।

(২৩৯)
আমার কতো কাজ, কতো কাজ, কতো কাজ!
আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা করি?
কতো কী করার আছে, কতো কী ধরার আছে!
আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি?

(২৪০)

বেঁচে-থাকাটাকে এতোই প্রধান্য দেবে,
মৃত্যুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে?
জীবনের পাঁকে তুমি ভুলিও না মৃত্যুকে।
সে-ই হবে শেষ বন্ধু, অগ্নি মহোৎসবে।

(২৪১)

কান ছুটে যায় শব্দের দিকে।
শব্দব্রহ্ম হোক না যতই শব্দদূষণে ফিকে।
নৈঃশব্দ কঠিন বড়ো, তার দিকে কান
পেতে রাখা দায়। সেখানে কানের সাথে
প্রাণ ছুটে যায়, মন ছুটে যায়।

(২৪২)

তোমার দেহ-ঘড়ি ঘুরে ঘুরে
মেঘ জমে যেই অন্তঃপুরে,
আমি চাতকচোখে দেখি সজল
মেঘের আনাগোনা।
তুমি যাকে বর্জ্য বলে ভাবো,
আমি তাকে পাণীয় বলি, সোনা।

(২৪৩)

যেখানে সূর্যের আলো কোনোদিন প্রবেশ করে না,
তোমার প্রশ্রয়ে সেইখানে প্রবেশ করেছি।

(২৪৪)

বুকে খুলে দাও, দেখি।
তোমার ঐ শুভ্র যুগল স্তনের চূড়া নিয়ে
শূর্পণখার নিশিকাব্য লেখি।
বলো যদি স্পর্শ করি, ঠোঁট রাখি দুই বোঁটায়।
ফোটাই বনের ফুলকে যেমন মন্তথরা ফোটায়।

(২৪৫)
একটুখানি সময় দেবে মোরে?
অজগরের মতো তোমায় জড়াই বাহুডোরে।

(২৪৬)
বস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে চোখের পলকে
তার সমস্ত প্রকৃতি নিয়ে প্রকাশিত হলো স্তন।

(২৪৭)
যে আমারে মন দিয়েছে, দেহদানের পথে
সে যদি আমার জন্য দেহাবরণ কেনে,
তবে তো কবির লজ্জা ঢাকার সামগ্রী হয়।
তার সঙ্গে আমি রাগ করবো কোন মুখে?

(২৪৮)
কানের কাছে মুখ এনে কে আমার বলেছিলো, ওঠো?
আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম, তুমি বলেছিলে, তাই উঠেছি।

(২৪৯)
তোমার ওই দুর্দমনীয় দেহমাদক
আবার কবে পান করবে আমার তুচ্ছ শরীর?

(২৫০)
এতো দূরত্ব আমি কেমন ক'রে সই?
আমি কাহার কাছে মনের কথা কই?

(২৫১)
রাগ করো না কবি, রাত নামুক, আমি তোমাকে জাগাবো।

(২৫২)
তোমার শরীরের উত্তাপ এখনও লেগে আছে গায়ে।
তোমার নিশ্বাসের গন্ধ মাতাল করে তুলেছে আমাকে।
ভাবতেই অস্থির লাগছে, কী অসহ্য ঘূর্ণি লোমকূপে!

(২৫৩)
আমার এখন সবকিছুক অসহ্য লাগছে।
হা ঈশ্বর! এতো ভালোবাসলে আমি
ম'রে যাবো। আমি এমনটা চাই না।
চাই আরও কম। প্রেম কম।
নির্ভরতা কম।
দাবি কম।

(২৫৪)
চুমুর মালা পরবে বলে,
গলে অন্য মালা পরোনি যে,
সে কথা কে না বোঝে?

(২৫৫)
হে কামেশ্বর, আমার প্রিয়াকে
আমার বশীভূত করো।
হে কামেশ্বর, আমার প্রিয়াকে
আমার বশীভূত করো।
আমি এক হাজার একশ আটটা কদম
তোমার উদ্দেশে আগুনে পোড়াবো।
হে কামেশ্বর, তোমাকে প্রণাম।
তোমাকে প্রণাম। তোমাকে প্রণাম।

(২৫৬)
ভালোবাসি না? কও?
হ্যাঁ, বাসো, বাসো, বাসো।
তবে কি না, ভালোবাসো যতো,
বাসাও তার চেয়ে ঢের বেশি।
সত্য কি না, কও?

(২৫৭)
শূর্পণখা, আমার প্রিয় লক্ষ্মী সোনা,
তুমি আনন্দ, অনন্যা, তুলনাহীনা।
হে সমুদ্রকুলবাসিনী,
হে অনার্যকুসুম,
আমার কবিজন্মের শ্রেষ্ঠ ইনাম তুমি।
এহু পুণ্যবলে আমি তোমাকে পেয়েছি।

(২৫৮)
আমার তৃষিত আত্মা তোমার ভিতর
খুঁজে ফিরে মণিরত্ন, পরশ পাথর।

(২৫৯)
আমরা মিলেছি জলে-স্থলে, পদ্মাসনে।
ঊর্ধরেতা যোগীর শাসনে।
আমরা মিলেছি মুখোমুখি
বৃক্ষাদিরুঢ়কে,
আমরা মিলেছি নিশি-তিলতন্ডুলকে।
সম্পুটক চুম্বনের সেই বিন্দুমালাগুলি
মহাসিন্ধু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে
আমাদের সর্বঅঙ্গ জুড়ে।
তোমার কি মনে পড়ে?
মনে পড়ে?

(২৬০)

প্রিয়ারে আমার বাঙলা মুলকে রেখে
তোমার শহরে এসেছি গালিব, আমি
ঘুমাতে পারি না, চোখ জুড়ে আছে প্রিয়।
যেখানে তাকাই সেখানেই দেখি তারে,
জোরবাগে, চাঁদনীচকে, লালকিল্লার ধারে
সে আছে দিল্লীর আকাশে হেলান দিয়া।
আমার কাব্যপাঠের আসর এখনও বাকি,
তুমি হলে কী করতে গালিব, বলো?
আমি কিছুদিন তোমার কবরে থাকি,
তুমি বাঙলা মুলুকে চলো।

প্রেয়সী আমার ভালোবাসে খুব প্রাজ্ঞ প্রেমিক কবি।